## ২.৩. সম্প্রদায়
## (Community)

**সম্প্রদায়ের স্বরূপ** (Nature of Community) : 'সমাজ' ও 'সম্প্রদায়' শব্দদুটি আমরা সাধারণত অভিন্নার্থে প্রয়োগ করে থাকি; কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-দার্শনিকদের মতে, শব্দদুটির অর্থগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সমাজতত্ত্বে ও সমাজদর্শনে 'সমাজ' শব্দটির অর্থ 'সম্প্রদায়' অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। 'সমাজ' বলতে বোঝায়, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্রবিন্যাস — **সম্প্রদায় যার অন্তর্ভুক্ত**। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, **যখন কোন জনসমষ্টি তাদের সংঘবদ্ধ জীবনের সার্বিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে (বিশেষ কয়েকটি প্রয়োজনে নয়) একত্রে বসবাস করে, তখন সমাজের সেই অংশকে 'সম্প্রদায়'** (Community) বলে। ম্যাকআইভার সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'ছোট অথবা বড় যে কোন জনসমষ্টির সদস্যরা যখন নির্দিষ্ট একটি

Scanned with CamScanner

বা কয়েকটি স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত না হয়ে সংঘবদ্ধজীবনের **মৌল প্রয়োজন সাধনের** উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, তখন সেই জনসমষ্টিকে 'সম্প্রদায়' বলা হয়'।[১] সম্প্রদায়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে ম্যাকআইভার বলেন, **'মানুষের সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিবাহিত হতে পারে'**[২] **যা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভব হয় না।** 'সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে'।[৩] কোন ব্যবসায়িক সংগঠন বা ধর্মীয় সংগঠনে মানুষের সমস্ত চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে না এবং সে কারণে এজাতীয় সংঘ-সমিতিকে (Association) 'সম্প্রদায়' (Community) বলা যায় না।

সংঘ-সমিতির সঙ্গে তুলনা করে সম্প্রদায়ের স্বরূপ সুস্পষ্ট করা যায়। **'সংঘ-সমিতি'** (Association) **বলতে বোঝায় 'এমন জনসমষ্টি যেখানে সদস্যরা একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয়'।**[৪] যেমন— সৈন্যদল বা বিদ্যালয়। সেনাদলের বিশেষ উদ্দেশ্য দেশরক্ষা, বিদ্যালয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য বিদ্যা-বিতরণ। শত্রুকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মানুষ সৈন্যদলে যোগদান করে; জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ বিদ্যালয়ের সদস্য হয়। এসবের কোন ক্ষেত্রেই মানুষের সমুদয় চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায় হচ্ছে 'এক স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী যা সদস্যদের সমগ্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে'।[৫] সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে মানুষ তার সমগ্র প্রয়োজন সাধন করতে পারে, সম্প্রদায়ের বাইরে যাবার কোন দরকার হয় না। গ্রাম-সম্প্রদায় বা নগর-সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই মানুষ তার যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের সন্ধান পেতে পারে — গ্রামের বা নগরের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না।

**সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of Community) :

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সম্প্রদায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। **প্রথমত,** সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে এক **ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক** থাকে এবং সেই সম্পর্ক সাধারণত প্রত্যক্ষ-পরিচয়-ভিত্তিক। পরিবারের, গ্রামের অধিবাসীদের, জাতি বা উপজাতির সদস্যদের মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ-বন্ধন থাকে তা ব্যক্তিগত পরিচয়-ভিত্তিক। **দ্বিতীয়ত,** সম্প্রদায় তার সদস্যদের সমগ্র **মৌল প্রয়োজন** সাধন করে। শিশু তার পরিবারের মধ্যে, মানুষ তার গ্রাম অথবা শহরের মধ্যে, আদিবাসী মানুষ তার জাতি বা উপজাতির মধ্যে থেকে সবরকম প্রয়োজন মেটাতে পারে, সংঘ-সমিতির মধ্যে যা সম্ভব হয় না। **তৃতীয়ত,** সম্প্রদায়ের একটি **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** থাকে যেখানে সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা একত্রে বসবাস করে। **চতুর্থত,** একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাস করার জন্য সম্প্রদায়ের সভ্যদের মধ্যে **পারস্পরিক সম্বন্ধ-বন্ধনের** উৎপত্তি হয় যা সম্প্রদায়কে দৃঢ় ও

Scanned with CamScanner

সুসংহত করে। **পঞ্চমত,** স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা অনুসারে সম্প্রদায়ের ব্যাপকতা কম অথবা বেশি হয়। স্বার্থ ক্ষুদ্র হলে বৃহৎ নগরে বসবাস করলেও ব্যক্তি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, আর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হলে ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস করেও ব্যক্তি বৃহৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

Scanned with CamScanner